টেলিস্কোপ

‘জয় বাবা লোকনাথ’

সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী থেকে জীবন্ত ঈশ্বর

একশো বছর পরেও মানুষ তাঁকে স্মরণ করবেন। এ কথা নিজেই ঘোষণা করে গিয়েছিলেন তিনি। বাস্তবে তা-ই হয়েছে। মানুষের মধ্যেই আছেন ঈশ্বর। তবে সেই ঈশ্বরকে পেতে হলে প্রয়োজন ইচ্ছাশক্তি ও প্রকৃত সাধনা।

এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন্ত ঈশ্বরে উন্নীত হওয়ার কাহিনি এবার টিভির পর্দায় এসে গেছে। জি বাংলায় গত ৯ এপ্রিল থেকেই শুরু হয়েছে নতুন মেগা ধারাবাহিক ‘জয় বাবা লোকনাথ’।

কাহিনি শুরু হয়েছে শিশু লোকনাথের জন্মের ঘটনার মধ্য দিয়ে। রামানারায়ণ ঘোষাল ও কমলা দেবীর চতুর্থ সন্তান লোকনাথের জন্মের সময়ই তাঁর মা দেখতে পান দিব্যজ্যোতি। মাত্র এগারো বছর বয়সেই গৃহত্যাগ করে ব্রহ্মচর্যের পথে যাত্রা শুরু করেন কিশোর লোকনাথ। প্রথমে আশ্রয় নেন কালীঘাট মন্দিরে।

তারপর ২৫ বছর ধরে যোগ সাধনা করেন জঙ্গলে। অষ্টাঙ্গ থেকে হঠযোগের মতো কঠিন যোগেও পারদর্শী হয়ে ওঠেন লোকনাথ।

তবে সেখানেই শেষ নয়। শান্তির খোঁজে পায়ে হেঁটে পাড়ি দেন সুদূর হিমালয়ে।

তুষারাবৃত পর্বতে পঞ্চাশ বছর ধরে তপস্যা করেন লোকনাথ। নব্বই বছর বয়সে ‘বোধি’ জ্ঞান লাভ করেন তিনি।

হিমালয় থেকেই কাবুল হয়ে পৌঁছে যান মক্কা ও মদিনায়। অভিজ্ঞ গুরু-র তত্ত্বাবধানে কোরান-এরও শিক্ষা লাভ করেন। আবদুল গফর ও ত্রৈলঙ্গ স্বামীর মতো যোগীর সান্নিধ্য লাভ করেও সমৃদ্ধ হন লোকনাথ।

বহু বছর সাধনার পর বাংলাদেশের বারদীতে ফিরে আসেন লোকনাথ। সাধনার বলে ব্রহ্মচারী থেকে হয়ে উঠলেন যুগাবতার।

বিভেদ, ক্ষমতা ও অর্থলোলুপ পৃথিবীর বুকে মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধারের সংকল্পবদ্ধ লোকনাথ হয়ে ওঠেন জীবন্ত ঈশ্বর। দীর্ঘ ১৪৯ বছর ব্যাপী সাধারণ থেকে পূর্ণাবতার হয়ে ওঠার সেই অসামান্য জীবন কাহিনি অনেকেরই হয়তো ভালোভাবে জানা নেই। জি বাংলার নতুন ধারাবাহিক চোখের সামনে তুলে ধরছে লোকনাথের জীবনের দারুণ সব মুহূর্ত।

তুষারাবৃত পর্বতে পঞ্চাশ বছর ধরে তপস্যা করেন লোকনাথ। নব্বই বছর বয়সে ‘বোধি’ জ্ঞান লাভ করেন তিনি

দাগ ক্রিয়েটিভ মিডিয়া প্রযোজিত এবং বিজয় মাঝি পরিচালিত সিরিয়ালে বালক বয়সের লোকনাথের চরিত্রে অভিনয় করছেন শিশুশিল্পী অরণ্য রায়চৌধুরি।

সম্প্রচারিত হচ্ছে সন্ধে ৭.৩০-এর স্লটে।

ছোটপর্দায় মহাপুরুষদের জীবনভিত্তিক ধারাবাহিকগুলি সহজেই দর্শকের মনজয় করতে সক্ষম হয়।

লোকনাথের বিপুল সংখ্যক ভক্তকুল কি দর্শক হিসেবে ‘জয়বাবা লোকনাথ’ কে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে যেতে পারবে? জানা যাবে কিছুদিনের মধ্যেই।

রেখা রায়

এম

এম-এই কি ভাগ্য ঘুরে গেছে! হ্যাঁ, অভিনেতা অর্জুন সিং মনে করেন ‘এম’ অক্ষরটি তার জীবনে খুবই লাকি। কেন এ রকম ভাবনা? অর্জুন নিজেই সেই রহস্য ফাঁস করে দিয়েছেন। ‘হাফ ম্যারেজ’ এবং ‘চন্দ্রশেখর’ যে দুটি ধারাবাহিকে এই শিল্পী এখন অভিনয় করছেন, সেই দুটিতেই অর্জুন অভিনীত চরিত্রের নাম ‘এম’ দিয়ে শুরু। যথাক্রমে ‘মানু’ এবং ‘মনোহর। এই কারণেই অর্জুন মনে করেন ‘এম’ তার জীবনে সৌভাগ্যের দূত।

ডিজিট্যাল

ছোটপর্দা কি একঘেয়ে হয়ে উঠেছে? কারণ টেলিভিশনের জায়গা ক্রমশ কেড়ে নিচ্ছে ইউটিউব। ছোট বা বড়পর্দায় যখন বহু প্রতিভাই কলকে পাচ্ছেন না, তখন ডিজিট্যাল মিডিয়ায় উঠে আসছেন বহু নতুন ও সফল শিল্পী। এ কথা বলছেন একদা ‘ইশকবাজ’ খ্যাত টেলিশিল্পী দানিশ পান্ডোর। সম্প্রতি ডিজিট্যাল প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্স ইন্ডিয়ার প্রথম স্থানীয় প্রোডাকশন ‘স্কোয়াড গেমস’-এ অভিনয় করলেন দানিশ।

গালি

কপিলের কাণ্ড দেখে অনেকেই অবাক! আবার হল টা কি টেলিভিশনের সেরা কমেডি শিল্পীর? সলমন খানের গ্রেফতার ও হাজতবাসের খবরের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সিস্টেমকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে বেশ কয়েকটি টুইট করেন কপিল। পরে আবার সেগুলি ‘ডিলিট’ করেও দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে কপিল টুইট করে জানান, তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্ট কেউ হ্যাক করেই এইসব কাণ্ড ঘটিয়েছেন। সত্যিই কি তাই? কারণ অতীতে মদ্যপ অবস্থায় বিমান সফরে সহশিল্পীদের গালিগালাজ করার রেকর্ড আছে কপিলের!

গরম

ইতিমধ্যেই চোখ রাঙাচ্ছে দিল্লির গরম! আর তাতেই কাহিল হয়ে পড়লেন ছোটপর্দার অভিনেত্রী আঁচল খুরানা। ‘জিন্দেগি কি মেহেক’ ধারাবাহিকের শুটিং হচ্ছে দিল্লিতে। সেখানেই একটি নাচের দৃশ্যের শুটিং করতে গিয়ে গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েন শিল্পী। তঁ াকে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। তবে আঁচল এতটাই পেশাদার যে সুস্থ বোধ করতেই ফিরে আসেন শুটিং স্পটে এবং নাচের দৃশ্যটি সম্পূর্ণ করেন।